বাঙ্গলার গ্রাম।

বাঙ্গলাদেশের পল্লী ওগো জীর্ণ শিশু বঙ্গমার
অতীত কালের শ্মশানভূমি করছি তোমায় নমস্কার।
জঙ্গলেতে পূর্ণ ডাঙ্গা পানায় ভরা পুকুর ডোবা।
পচা জলার গলদ মাঝে বিগতশ্রী সকল শোভা॥
ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি পাটের পচা গন্ধভরা।
তগ্নকুটির তোমার বুকে জীর্ণ মলিন নেঙ্গটি পরা॥
ঝড়ের মত তোমার দিকে মরণ এবার আসচে ছুটি।
সঙ্গে নিয়ে মড়ক বন্যা প্রিয় তাহার সঙ্গী দুটি॥

স্বাস্থ্যে ভরা বীর্য্যে ভরা অতীত কালের স্মৃতি খানি।
শিল্পে খ্যাত যুদ্ধে খ্যাত সকল দেশের ছিলে রাণী॥
বিরাট বিপুল দাম্ভিকতা কখ্খনও নাইক তোমার।
বক্ষপরে লুটিয়ে আছে সরল শ্যামল সুষমাভার॥
আকাশ জোড়া নীল চাঁদোয়া ভর করি রয় তরুর শিরে।
দীঘির মুকুর আলোর মাণিক সাজায়ে দেয় অঙ্গটিরে॥
ঝড়ের মতন তোমার দিকে মরণ এবার আস্‌চে ছুটি
সঙ্গে নিয়ে মড়ক বন্যা প্রিয় তাহার সঙ্গী দুটি॥

আঙ্গন ভরা মরাই গোলা গোপাল ভরা ধবল গাভী—
ঘরে ঘরে চরকা ও তাঁত আর কিরে কেউ দেখতে পাবি?
নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল পল্লীবাসী স্বাধীন সুখে।
প্রতিদিনের জিনিষ লাগি চাইত নাক পরের মুখে॥
বস্ত্র লাগি বিশ্ববাসী চাইত সবাই যাহার পানে।
লজ্জা সেথায় ঢাকতে নারী নিজের বুকে অস্ত্র হানে॥
ঝড়ের মত তোমার দিকে মরণ এবার আস্‌চে ছুটি।
সঙ্গে নিয়ে মড়ক বন্যা প্রিয় তাহার সঙ্গী দুটি॥

অনাহারে শুকিয়ে মরে তোমার বুকের মাণিক সব,
ঘরে ঘরে শ্মশানভূমি হচ্ছে সদাই করুণ রব।
তোমার মাটি আকাশ ছেয়ে উঠ্‌ছে শুধু হাহাকার
রোগে জ্বরে জীর্ণ মানুষ ধুক্‌চে সদাই কঙ্কাল সার!
দূর ক'রে দে কেতাব পুঁথি থামিয়ে দেরে বীণার গান
অন্ন যেথায় পায় না মানুষ, সেথানে ছার রসজ্ঞান।
ঝড়ের মতন তোমার দিকে মরণ এবার আস্‌চে ছুটি
সঙ্গে নিয়ে মড়ক বন্যা প্রিয় তাহার সঙ্গী দুটি।

ওগো আমার জন্ম থেকে সঙ্গী সাথী পল্লীগ্রাম
মরণ মাঝে এবার তব ডুবেই বুঝি যায় বা নাম।
সন্তানেরা বিলাস মোহে ঘুমের ঘোরে অচেতন
চারি দিকে নীরব আঁধার ধূ ধূ মরু বিজন বন।
মাঝে মাঝে ভক্ত ছেলের অরুণ রাঙ্গা দীপ্তি শিখা
মায়ের বুকে ভরিয়ে যে দেয় বুকের কাঁচা রক্ত লিখা।
ঝড়ের মতন তোমার দিকে মরণ এবার আসচে ছুটি
সঙ্গে নিয়ে মড়ক বন্যা প্রিয় তাহার সঙ্গী দুটি।

শ্রীশিশির কুমার ঘোষ,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী
'ডি' শাখা।